বর্তমান
কলকাতা, বুধবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, ২২ ভাদ্র ১৪২৮

জাতীয় পুরস্কার পেলেন নদীয়ার চিন্ময় সাহা

সংবাদদাতা, রানাঘাট: শিক্ষক দিবসে দিল্লিতে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হলেন নদীয়ার অধ্যাপক চিন্ময় সাহা। এবছর কারিগরি শিক্ষায় তাঁকে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এই পুরস্কার দিয়েছে। আসাননগরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে তিনি কেরলে থাকেন। সেখানে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পরিবারে বড় হওয়া চিন্ময়বাবু জাতীয় পুরস্কার পাওয়ায় খুশি গ্রামের বাসিন্দারা।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনোলজি এডুকেশনের অধীনে দেশে সাড়ে ১১হাজার ইনস্টিটিউট রয়েছে। তার মধ্যে এবার ২০জন অধ্যাপক ওই পুরস্কার পেয়েছেন। মূলত শিক্ষকতা, গবেষণা, আগে আর কী কী সম্মান পেয়েছেন ও কৃতী অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অধীনে থাকা ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে কতটা সফল প্রভৃতির নিরিখে এই জাতীয় পুরস্কারের মূল্যায়ন হয়েছিল। শিক্ষক দিবসে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জিতেন্দ্র প্রধান চিন্ময়বাবুর হাতে সম্মানপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কেরলের শিক্ষামন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

চিন্ময়বাবুর বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী। ২০১২সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি চাকরি নেননি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। চিন্ময়বাবু বলেন, আসাননগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, তারপর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-টেক ও এমটেক পড়েছি। বিদেশেও কয়েকবছর গবেষণার কাজে ছিলাম। তবে এই সম্মান আমার কাছে স্বপ্নপূরণের থেকেও অনেক বড়। আসাননগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র পাল আমার আদর্শ। অধ্যাপকের সহপাঠী তথা মাজদিয়া রেলবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনিমেষ ঘোষ বলেন, চিন্ময়ের সঙ্গেই আমার ছোটবেলা কেটেছে। ও বরাবরই স্কুলে প্রথম হতো। ওর এই সাফল্যে আমরাও আনন্দিত।

জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন নদীয়ার বাসিন্দা অধ্যাপক চিন্ময় সাহা।-নিজস্ব চিত্র